Naya Jamana Night Edition_Layout 1 04-09-2026 22:02 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

১৭ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৭৩ সংখ্যা ।। ৮পাতা

বলিউডের কাস্টিং কাউচ নিয়ে মুখ খুললেন শ্রেয়া ঘোষাল

ওপার বাংলায় যেতে নারাজ কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্পীরা

নেপালের বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে পড়ুয়ারা

অরুণাচলে ফুলেফেঁপে উঠছে বহু পাহাড়ি হ্রদ!

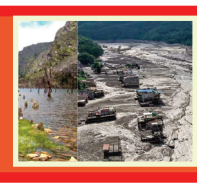

আর রাম বলা যাবে না ওল্ড মঙ্ককে!

ফের ভাঙল বাঁধ

ভূতনীজুড়ে বন্যার হাহাকার

নয়া জামানা,মালদহ ঃ এক বাঁধ ভাঙার ক্ষত শুকোতে না শুকোতেই ফের গঙ্গার গ্রাস। মালদহের মানিকচকের ভূতনীর কেশরপুরে একের পর এক জায়গায় নদীবাঁধ ভেঙে নতুন করে আতঙ্ক ছড়াল বিস্তীর্ণ এলাকায়।ভাঙা বাঁধের ফাঁক গলে হু হু করে জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক সংরক্ষিত এলাকা।কার্যত বন্যা পরিস্থিতির মুখে ভূতনীর বিস্তীর্ণ অংশ। কেশরপুরে গঙ্গার প্রবল স্রোতের ধাক্কায় প্রথমে প্রায় ২০ মিটার পুরনো রিং বাঁধ ভেঙে যায়। স্থানীয় সূত্রে দাবি, আগের সরকারের আমলে প্রায় ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দে তৈরি হয়েছিল ওই রিং বাঁধ। কিন্তু বছর ঘুরতেই প্রবল জলস্রোতের সামনে তার স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এরপর পরিস্থিতি সামাল দিতে অদূরে তৈরি করা নতুন রিং বাঁধও গঙ্গার আগ্রাসন ঠেকাতে পারেনি।সেটিও ভেঙে যাওয়ায় জল ঢুকে পড়ে উত্তর চণ্ডীপুরের একাধিক সংরক্ষিত এলাকায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফের একের পর এক জায়গায় পুরনো রিং বাঁধে ভাঙন দেখা দেয়।কিছুটা দূরত্ব অন্তর অন্তর মোট পাঁচটি জায়গায় বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় শুক্রবার সকালেও অব্যাহত থাকে জল ঢোকার প্রবল স্রোত।জলের তোড়ে কেশরপুর-কালুটনটোলা সংলগ্ন এলাকায় একাধিক পরিবার আটকে পড়েছে। জলমগ্ন বাঁধের গোড়ায় কার্যত প্রাণ হাতে নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। চারপাশে জল, মাথার উপর অনিশ্চয়তা; নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় প্রশাসনের কাছে দ্রুত উদ্ধারের আবেদন জানিয়েছেন বিপন্ন পরিবারগুলি।বাঁধ ভাঙনের পর প্রশ্ন উঠছে, কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরি নদীবাঁধ কেন এত দ্রুত গঙ্গার স্রোতের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল? এখন ভূতনীবাসীর একটাই দাবি;বাঁধ নয়, আগে বাঁচানো হোক মানুষকে।

তিন মাসে রাজস্ব বৃদ্ধি ১৮ শতাংশ

নয়া কর ছাড়াই সুফলের দাবি নবান্নের

নয়া জামানা ঃ পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম তিন মাসেই রাজস্ব আদায়ে উল্লেখ যোগ্য উত্থান দেখা গিয়েছে। সরকার গঠনের এক মাসের মাথাতেই পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বেশি রাজস্ব ঢুকেছিল কোষাগারে। তিন মাসের হিসাব প্রকাশের পর স্পষ্ট হয়েছে, এই বৃদ্ধি সাময়িক ছিল না;রাজস্ব আদায় বেড়েছে প্রায় ১৮ শতাংশ।বিপুল ঋণের বোঝা ও ক্রমবর্ধমান সরকারি খরচের প্রেক্ষাপটে এই পরিসংখ্যানকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে নবান্ন। প্রশাসনের দাবি, কোনও নতুন কর চাপানো ছাড়াই নজরদারি বৃদ্ধি, কর ফাঁকি ও রেভিনিউ লিকেজ রোধ এবং খনি-খাদান থেকে প্রাপ্য আয় নিশ্চিত করার মাধ্যমেই এই ফল মিলেছে। প্রথম মাসে দেখা যাওয়া ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরের দু'মাসেও অব্যাহত থাকায় অর্থ দফতরের কর্তাদের মতে এই ধারাবাহিকতাই সবচেয়ে ইতিবাচক দিক।রাজ্যের নিজস্ব কর-রাজস্বের মূল উৎসের মধ্যে রয়েছে স্টেট জিএসটি, আবগারি শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি, মোটর ভেহিকল ট্যাক্স, বিদ্যুৎ শুল্ক এবং পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের বিক্রয় কর বা ভ্যাট। এ ছাড়া খনি, পাথর খাদান, বালি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ থেকেও বড় অঙ্কের রাজস্ব প্রত্যাশিত। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই এই ক্ষেত্রগুলিতে নজরদারি বাড়িয়েছে, বিশেষত খনি-খাদান থেকে রয়্যালটি আদায়, পণ্য পরিবহণের বৈধ নথি পরীক্ষা এবং কর ফাঁকি রোধের ক্ষেত্রে।এর আগে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানিয়েছিলেন, সরকারের প্রথম আড়াই মাসে রাজস্ব আদায় প্রায় ১৫ শতাংশ বেড়েছিল। পূর্ণাঙ্গ তিন মাসের হিসাব প্রকাশ পাওয়ার পর সেই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ শতাংশে।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ক্ষমতায় আসার পর থেকেই একাধিক প্রশাসনিক বৈঠকে রাজস্ব ফাঁকি নিয়ে সরব হয়েছেন। বিশেষত খনি, খাদান, বালি ও পাথর ব্যবসায় সরকারের প্রাপ্য অর্থ যাতে বেহাত না হয়, সে বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও পুলিশকে কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। নবান্নের একাংশের মতে, অতীতে বৈধ চালান ছাড়া খনিজ পরিবহণ ও রয়্যালটি ফাঁকির কারণে বিপুল অর্থ কোষাগারের বাইরে থেকে যেত।

ডিগ্রি নিয়ে দর কষাকষি

৪৫০ বিএড কলেজকে শোকজ শিক্ষা দপ্তরের

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের বিএড কলেজগুলিতে শিক্ষার নামে চরম অরাজকতা প্রকাশ্যে এল। শিক্ষা দপ্তরের পরিদর্শকরা সরেজমিনে ঘুরে দেখতে গিয়ে হতবাক। একের পর এক ঠিকানায় গিয়ে দেখা গিয়েছে, নথিভুক্ত বিএড কলেজের কোনও অস্তিত্বই নেই। কোথাও সেই ঠিকানায় রয়েছে সুসজ্জিত ফ্ল্যাট, কোথাও আবার ধু ধু ফাঁকা মাঠ, কোথাও বা ভবনের গেটে ঝুলছে তালা।পরিদর্শনে দেখা গিয়েছে, ৫৩টি কলেজের কোনও অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এছাড়া ১৭টি কলেজের হদিশ মিলেছে এমন ঠিকানায়, যেখানে আদতে রয়েছে আবাসিক ফ্ল্যাট। শুধু তাই নয়, একই ভবনে কেবল সাইনবোর্ড পাল্টে বিএড, পলিটেকনিক ও ফার্মাসি- তিন ধরনের কলেজ একসঙ্গে চালানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠে এসেছে। ভুয়ো ও পরিকাঠামোগতভাবে অযোগ্য, এই দুই ক্যাটাগরি মিলিয়ে মোট ২৬৫টি কলেজকে সম্পূর্ণ অচল বলে চিহ্নিত করেছে শিক্ষা দপ্তর। উল্টোদিকে, নির্দিষ্ট পরিকাঠামোগত মানদণ্ড বজায় রাখতে পেরেছে মাত্র ১৫১টি কলেজ।এই পরিস্থিতি সামনে আসতেই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের বিএড কলেজগুলিতে শিক্ষার নামে চলছে ডিগ্রি নিয়ে রীতিমতো দর কষাকষি। রাজ্যজুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এই ধরনের কলেজগুলির বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই ৪৫০-এরও বেশি বিএড কলেজকে শোকজ নোটিস পাঠিয়েছে শিক্ষা দপ্তর।

পুজোর রাতে অভিনব ড্রোন শো

নয়া জামানা ঃ দুর্গাপুজোয় কলকাতার আকাশে দেখা যাবে অভিনব ড্রোন শো। যেমনটা যোগদিবসে গঙ্গাবক্ষে হয়েছিল, তেমনই পুজোর রাতের আকাশে অভিনব ড্রোন শোয়ের সাক্ষী থাকবে তিলোত্তমা। ৩ হাজার ড্রোনের আলোয় ফুটে উঠবে দুর্গাপুজোর বিভিন্ন দৃশ্য। মহালয়া এবং পুজোর আরও দু'টি দিনে থাকছে বিভিন্ন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালি সংগঠন এবং ভারতীয় দূতাবাসগুলিকেও সরাসরি যুক্ত করা হবে উৎসবে।

ঋতব্রতর বিরুদ্ধে পুরনো অভিযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়া জামানাঃ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে লিখিত অভিযোগ জানালেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে বালুরঘাটের এক মহিলার পুরনো অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট মামলা নতুন করে যথাযথভাবে খতিয়ে দেখার নির্দেশ রাজ্য সরকারকে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই এই তথ্য জানান কুণাল। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দফতর থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে লিখিতভাবে এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে এবং তার একটি কপি তাঁকেও পাঠানো হয়েছে। জন্মাষ্টমীর দিন তিনি চিঠিটি হাতে পেয়েছেন বলে জানান।কুণাল লেখেন, বালুরঘাটের ওই মহিলার অভিযোগ-সহ প্রাসঙ্গিক তথ্য, নথি ও ছবি দিয়ে তিনি আগেই অমিত শাহকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন এবং মামলাটি নতুন করে খোলার দাবি জানিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, ওই মহিলার প্রকৃত পরিণতি কী হয়েছিল, মৃত্যু হয়ে থাকলে তার আসল কারণ কী, তা এবার খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর ঋতব্রতর নেতৃত্বে দলের একাংশ বিধায়ক বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তারপর থেকেই কুণাল একের পর এক আক্রমণ শানিয়ে আসছেন তাঁর বিরুদ্ধে। এদিনও তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তদন্ত প্রক্রিয়ায় যদি কোনও আধিকারিক ঋতব্রতকে আড়াল করার চেষ্টা করেন, তবে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 04-09-2026 22:02 Page 2

হাসির আড়ালে 'নরক',ভয়ংকর যন্ত্রণার কথা ফাঁস কেটের

নয়া জামানা ঃ পর্দায় ভয়কে জয় করেছেন বারবার। কিন্তু বাস্তব জীবনের লড়াই যে কতটা ভয়ংকর এবার তা-ই প্রকাশ্যে আনলেন হলিউড অভিনেত্রী কেট বেকিনসেল। পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার ,শোক এবং প্রিয়জন হারানোর যন্ত্রণা নিয়ে বলতে গিয়ে তাঁর দাবি, অনেক মানুষের জীবন বাইরে থেকে স্বাভাবিক মনে হলেও ভিতরে ভিতরে তা হয়ে ওঠে 'নরকের মতো'। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত এক ভিডিওতে বেকিনসেল জানান, গত আড়াই বছরে তিনি হারিয়েছেন তাঁর মা ও সৎ বাবাকে। সেই গভীর শোকের অভিজ্ঞতা থেকেই পি টি এস ডি -তে আক্রান্ত মানুষদের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল হওয়ার আবেদন জানান তিনি। অভিনেত্রীর কথায়, ভয়াবহ সহিংসতা, আতঙ্ক কিংবা বিভীষিকার স্মৃতি সহজে মুছে যায় না। কোনও গন্ধ, শব্দ, চিন্তা কিংবা অনুভূতিই হঠাৎ ফিরিয়ে দিতে পারে সেই ভয়ংকর অতীতে। এমনকি অনেক আক্রান্ত মানুষ দুঃস্বপ্নের ভয়ে একটানা এক ঘণ্টার বেশি ঘুমোতেও পারেন না ।বেকিনসেলের আবেদন, পি টি এস ডি -তে আক্রান্ত মানুষকে দুর্বল হিসেবে নয়, 'নায়ক' হিসেবেই দেখা উচিত। কারণ, তাঁদের অদৃশ্য লড়াই বাইরে থেকে বোঝা যায় না ।তাঁর বার্তা স্পষ্ট;কারও মুখের হাসি দেখে তাঁর ভিতরের যন্ত্রণা বিচার করবেন না। একটু সহানুভূতি, একটু পাশে দাঁড়ানোই কখনও কখনও বদলে দিতে পারে একটি মানুষের জীবন।

উত্তমের নামে ফিল্ম সেন্টার, এবার বড় দায়িত্বে মিঠুন

নয়া জামানা ঃ মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ। আর সেই আবহেই বাংলা চলচ্চিত্রে নতুন পরিকাঠামো গড়ার পথে বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। শুক্রবার নিউটাউনে ভূমিপুজো ও শিলান্যাস হল বহু প্রতীক্ষিত 'উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টার'-এর। আনুমানিক ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হতে চলা এই কেন্দ্রকে ঘিরে বাংলা চলচ্চিত্র মহলে তৈরি হয়েছে নতুন প্রত্যাশা ।রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নন্দন প্রাঙ্গণে শুরু হয় মহানায়কের শতবর্ষ উদযাপন। তার পরদিনই নিউটাউনে ফিল্ম সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় ।জানা গিয়েছে, তিনটি পৃথক অংশে গড়ে উঠবে এই কেন্দ্র। প্রথম অংশে থাকবে ৭০০ থেকে ৭৫০ আসনবিশিষ্ট দুটি সিনেমা হল, প্রিভিউ থিয়েটার, ফুড কোর্ট এবং কার পার্কিংয়ের ব্যবস্থা ।দ্বিতীয় অংশে তৈরি হবে ১,০০০ আসনের অডিটোরিয়াম। পাশাপাশি থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ওপেন এয়ার থিয়েটার ।তবে প্রকল্পটির অন্যতম বড় আকর্ষণ তৃতীয় অংশ ।সেখানে অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিকস এবং সিনেমার পোস্ট-প্রোডাকশনের জন্য আধুনিক ল্যাবরেটরি ও স্টুডিও তৈরি করা হবে ।এর ফলে বাংলা ছবিতে প্রযুক্তির ব্যবহার আরও সহজলভ্য হওয়ার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের শিল্পী ও প্রযুক্তিবিদদের কাজের সুযোগ বাড়বে বলে আশা ।এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন, রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টার দায়িত্ব নিতে চলেছেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। মহানায়কের শতবর্ষে নতুন চলচ্চিত্র কেন্দ্র এবং সাংস্কৃতিক পরামর্শদাতা হিসেবে 'মহাগুরু'র আগমন দুই ঘোষণায় বাংলা চলচ্চিত্রে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত মিলেছে।

কোদাল হাতে অভিনেতা বরুণ কটাক্ষ নেটপাড়ায়

নয়া জামানা ঃ একের পর এক ছবিতে প্রত্যাশিত সাফল্য নেই। বক্স অফিসে সেই পুরনো ঝলকও যেন উধাও।

কিন্তু তাতে কী! বলিউডের আলো-ঝলমলে দুনিয়া থেকে আপাতত খানিকটা দূরে সরে বরুণ ধাওয়ানের মন পড়েছে খেতের মাটিতে। জমি কিনেছিলেন, এবার সেখানেই নেমে পড়লেন চাষাবাদে। হাতে কোদাল,জমিতে চারা তারকার এমন 'কৃষক অবতার' দেখে যেমন প্রশংসা কুড়িয়েছেন, তেমনই নেটপাড়ায় উড়েছে কটাক্ষের ঝড় ।কয়েক দিন আগেই খেত কেনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই প্রশ্ন উঠেছিল-'বলিউডে কাজ নেই?' এবার সেই জমিতেই চাষ করতে নেমে যেন জবাব দিলেন অভিনেতা ।সমাজমাধ্যমে একগুচ্ছ ছবি প্রকাশ করেন বরুণ। ছবিতে কখনও কোদাল হাতে জমি তৈরি করতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে, কখনও আবার চারা পুঁতছেন। খেতের মাঝেই দাঁড়িয়ে ক্যামেরার সামনে পোজও দিয়েছেন অভিনেতা ।২০১২ সালে করণ জোহরের 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার' দিয়ে বলিউডে পা রাখেন বরুণ। এরপর 'হাম্পটি শর্মা কি দুলহানিয়া', 'বদলাপুর', 'বদ্রিনাথ কি দুলহানিয়া', 'দিলওয়ালে', 'ভেড়িয়া'-সহ একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর ছবির সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চলতি বছর 'বর্ডার ২' নিয়েও অভিনয় ঘিরে নেটমাধ্যমে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন তিনি ।আর এবার খেতের ছবিই হয়ে উঠল নতুন বিতর্কের খোরাক। অনুরাগীরা বরুণের মাটির কাছাকাছি থাকার মানসিকতার প্রশংসা করলেও নিন্দুকেরা ছাড়েননি সুযোগ। কেউ লিখেছেন, 'বলিউডে কাজ কি কমে গিয়েছে?' কারও প্রশ্ন, 'পরের সিনেমা কবে?' আবার সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে একটি কটাক্ষ; 'সাদা জামায় চাষ করছেন, অথচ কাদার একটাও ছিটে নেই কেন?ছবি ঘিরে তাই প্রশ্ন একটাই;বলিউডের নায়ক কি এবার সত্যিই খেতের নায়ক? নাকি এও শুধুই ক্যামেরার সামনে তারকার নতুন অবতার? উত্তর অবশ্য বরুণই দেবেন,তবে আপাতত নেটপাড়ায় তাঁর কোদাল-কাহিনি জমজমাট।

ক্যামেরা থেকে রাজনীতির মঞ্চে, নতুন ইনিংস মানসীর

নয়া জামানা ঃ টেলিভিশনের পর্দায় কখনও খলনায়িকা, কখনও গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরিত্র অভিনয়ের নানা রঙে দর্শকের নজর কেড়েছেন মানসী সেনগুপ্ত ।এবার সেই পরিচয়ের সঙ্গে জুড়ল রাজনীতির নতুন অধ্যায়। ক্যামেরার সামনে চরিত্র বদলের পর এবার বাস্তবের ময়দানে নতুন ভূমিকায় অভিনেত্রী ।৩ সেপ্টেম্বর ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলা ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিলেন মানসী ।দায়িত্ব গ্রহণের পরই স্পষ্ট করলেন তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান ।অতীতে কোনও শাসক দলের সঙ্গে সরাসরি রাজনৈতিক যোগ বা মিটিং-মিছিলে অংশ নেওয়ার কথা অস্বীকার করে অভিনেত্রীর বক্তব্য, পুরনো সরকারের ভুল-ত্রুটি নিয়ে বিতর্কে না গিয়ে মানুষের জন্য কাজ করাই তাঁর লক্ষ্য।

তবে রাজনীতিতে পা রাখার আগেই বাংলা টেলিভিশনে নিজের জায়গা তৈরি করেছেন মানসী। 'নিম ফুলের মধু', 'কী করে বলব তোমায়', 'কুঞ্জছায়া', 'উমা'-সহ একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি। বিশেষ করে 'নিম ফুলের মধু'-তে মৌমিতা চরিত্রে তাঁর নেতিবাচক অভিনয় দর্শকদের মনে আলাদা ছাপ ফেলেছিল। পরবর্তীতে 'তারে ধরি ধরি মনে করি' এবং 'গঙ্গা' ধারাবাহিকেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। অভিনয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও আলোচনায় এসেছেন অভিনেত্রী। এবার সেই জীবনে যুক্ত হল আরও এক বড় পরিচয়; রাজনীতিক মানসী সেনগুপ্তঅভিনয়ের সংলাপের পর এবার মানুষের সমস্যার কথা বলার মঞ্চ ।নতুন দায়িত্বে মানসী কতটা সফল হন সেটাই এখন দেখার।

গুটখার বিজ্ঞাপন,এফডিএ-র নোটিসে অজয়-টাইগারের জবাব

নয়া জামানা ঃ পানমশলার বিজ্ঞাপন ঘিরে বিতর্কে এবার মুখ খুললেন অজয় দেবগন ও টাইগার শ্রফ ।নিষিদ্ধ তামাকজাত পণ্যের পরোক্ষ প্রচারের অভিযোগে মহারাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফ ডি এ) যে শোকজ নোটিস পাঠিয়েছিল তার জবাব দিয়েছেন দুই বলিউড তারকা। একই অভিযোগে নোটিস পাঠানো হয়েছিল শাহরুখ খানকেও। বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে 'বিমল ইলাইচি'-র বিজ্ঞাপন। এফ ডি এ-র অভিযোগ, এলাইচির নাম সামনে রেখে আসলে নিষিদ্ধ পানমশলা ও তামাকজাত পণ্যের পরোক্ষ প্রচার করা হচ্ছে ।এই ধরনের বিজ্ঞাপনকেই বলা হয় 'সারোগেট অ্যাডভার্টাইজিং'। অর্থাৎ সরাসরি নিষিদ্ধ পণ্যের বিজ্ঞাপন না করে একই ব্র্যান্ডের অন্য কোনও তুলনামূলক নিরীহ পণ্যের নাম ব্যবহার করে প্রচার চালানো ।মহারাষ্ট্রে তামাক বা নিকোটিনযুক্ত পানমশলা ও গুটখার উৎপাদন, পরিবহণ, মজুত এবং বিক্রি নিষিদ্ধ। সেই কারণেই তারকাদের বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এফ ডি এ ।জানা গিয়েছে, অজয় দেবগনের জুহুর বাড়ি, শাহরুখের বান্দ্রার 'মন্নত' এবং টাইগার শ্রফের প্রযোজনা সংস্থার ঠিকানায় নোটিস পাঠানো হয়েছিল ।এফ ডি এ-র বক্তব্য, সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না মিললে আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হতে পারে ।বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে খাদ্য সুরক্ষা আইন, ২০০৬-এর ৫৩ ধারায় সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রয়েছে ।পাশাপাশি বিজ্ঞাপনটি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।তারকাদের ঝলমলে বিজ্ঞাপনের আড়ালে সত্যিই কি নিষিদ্ধ পণ্যের প্রচার? সেই প্রশ্নেই এখন নজর বলিউডের দিকে।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 04-09-2026 22:02 Page 3

নিম্ন দামোদরে বন্যা জরুরি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানাঃ প্রবল বৃষ্টির জেরে রাজ্যের একাধিক এলাকায় দেখা দিয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। নিম্ন দামোদর উপত্যকার বহু অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। খানাকুল, জাঙ্গিপাড়া ও উদয় নারায়ণপুরে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে নদীর জল।

পরিস্থিতি নিয়ে জলসম্পদ ভবনে জরুরি বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক ও জেলাশাসকরা উপস্থিত ছিলেন।প্রতি বছরের মতো এবারও নিম্নচাপজনিত ভারী বৃষ্টিতে হাওড়া ও হুগলির একাধিক গ্রাম জলের তলায় চলে গিয়েছে, যা নিয়ে উদ্বিগ্ন স্থানীয় বাসিন্দারা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে মানুষজনকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং গবাদি পশুদেরও নিরাপদ স্থানে

স্থানান্তর করা হচ্ছে। তাঁর আশ্বাস,ডিভিসি জল ছাড়ার পরিমাণ কমিয়েছে, ফলে বিকেলের পর জলস্তর কমার সম্ভাবনা রয়েছে।এদিন ডিভিসির প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রবল জলের চাপ সত্ত্বেও কোনও বাঁধ ভাঙেনি, যেখানে আগের তৃণমূল আমলে বর্ষায় প্রায়ই বাঁধ ভেঙে বালির বস্তা ফেলে পরিস্থিতি সামাল দিতে হতো। তিনি জানান, বাঁধ অক্ষত থাকায় স্বস্তিতে রয়েছে প্রশাসন।প্লাবিত এলাকায় এনডিআরএফ, এসডিআরএফ ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন। পুলিশও ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে যুক্ত রয়েছে।

দুর্গতদের জন্য খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে ঘাটালে একটি জলমগ্ন স্কুলের ক্লাসরুমে বেঞ্চের উপর সাপ দেখা যাওয়ার খবর মেলে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সব জায়গায় অ্যান্টিভেনাম মজুত রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে বলেন, কিছু এলাকায় জল জমে থাকলেও চিন্তার কারণ নেই, বিকেলের পর পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিট অফিস খালি করার নির্দেশ দমকলের

নয়া জামানাঃ আরও বিপাকে পড়লেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের একাংশ খালি করার নির্দেশ দিল দমকল বিভাগ। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় গুরুতর ত্রুটি থাকার অভিযোগে ৯ নং ক্যামাক স্ট্রিটের যে বিল্ডিংয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় রয়েছে, তার বেসমেন্ট এবং ছয় ও সাত তলা খালি করতে বলা হয়েছে।শুক্রবার দমকলের তরফে এই নির্দেশ জারি করা হয়। দিন কয়েক আগে গোটা বিল্ডিংয়ের ফায়ার অডিট চালানো হলে দেখা যায়, অভিষেকের অফিস হিসেবে পরিচিত ছয় ও সাত তলায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় একাধিক গলদ রয়েছে। ফায়ার অ্যালার্ম ও স্প্রিংকলার কাজ করছিল না। যেহেতু এই দুই তল ভাড়া নেওয়া, তাই প্রথমে নোটিস পাঠানো হয়, কিন্তু অভিষেকের অফিসের তরফে কেউ হাজিরা দেননি বলে অভিযোগ। ফলে ১১সি ফায়ার সেফটি অ্যাক্ট অনুযায়ী দুই তল খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এছাড়া বেসমেন্ট পার্কিংয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থাতেও একাধিক অসঙ্গতি মেলায় সেটিও খালি করতে বলা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে শেষবার ফায়ার অডিট হয়েছিল, তখন তিন বছরের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল, যা ইতিমধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

লাইসেন্স নবীকরণ না হওয়া পর্যন্ত ওই ফ্লোরগুলি ব্যবহার করা যাবে না।বর্তমানে দেশের বাইরে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দমদম বিমানবন্দরে ফের বোমাতঙ্ক তল্লাশি ইন্ডিগোর বিমানে

নয়া জামানা,কলকাতাঃ শুক্রবার সন্ধ্যায় দমদম বিমানবন্দরে ফের বোমাতঙ্ক ছড়াল। কলকাতা থেকে গোরক্ষপুরগামী ইন্ডিগোর একটি বিমানে বোমা রাখার হুমকি সংবলিত একটি চিরকুট পাওয়া যাওয়ার পরেই শুরু হয় ব্যাপক শোরগোল।বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, উড়ানের আগে নিয়মমাফিক পরীক্ষার সময় পাইলট বিমানের শৌচালয়ে ওই চিরকুটটি দেখতে পান। তাতে লেখা ছিল, বিমানে বোমা রয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই পাইলট তৎক্ষণাৎ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে জানান। খবর পাওয়া মাত্র প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয় এবং সতর্কতা অবলম্বন করে বিমানের সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদে নামিয়ে আনা হয়।এরপর গোটা বিমানটি ঘিরে শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান। স্নিফার ডগ, সিআইএসএফ জওয়ান ও বম্ব স্কোয়াডের সদস্যরা যৌথভাবে বিমানের প্রতিটি কোণ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে এই তল্লাশি, তবে এখনও পর্যন্ত কিছু উদ্ধার হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।সূত্রের খবর, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক যাত্রীকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়েছে। তবে তিনিই ওই চিরকুট লিখেছিলেন কি না, বা এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা তদন্তসাপেক্ষ। পুলিশ ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।এই ঘটনার জেরে নির্ধারিত সময়ে বিমানটি উড়তে পারেনি। কখন তা গোরক্ষপুরের উদ্দেশে রওনা হবে, সে বিষয়ে এখনও কোনও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়নি।

কপালে তিলক মোছার অভিযোগ সাসপেন্ড শিক্ষিকা

নয়া জামানাঃ কলকাতার একটি মিশনারি স্কুলের এক খুদে পড়ুয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। তার দাবি, স্কুলে ঢোকার পর কপালে দেওয়া চন্দনের তিলক বারবার মুছে দিতেন এক শিক্ষিকা। ঘটনাটি সামনে আসে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওর মাধ্যমে, যা প্রকাশ্যে আসার পরই ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় এবং মুখ্যমন্ত্রীর নজরেও পৌঁছয় বিষয়টি।শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে ইতিমধ্যেই স্কুল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। ফৌজদারি অভিযোগের পাশাপাশি নেওয়া হয়েছে শাস্তিমূলক প্রশাসনিক পদক্ষেপও। ঘটনাটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত বিশ্বাস কতটা সুরক্ষিত, সে প্রশ্ন নতুন করে সামনে এনেছে। অভিযোগের প্রকৃত সত্যতা যদিও তদন্ত সাপেক্ষ।একই দিনে সরকারি কর্মীদের সামাজিক মাধ্যমে আচরণ নিয়েও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। বিকাশ ভবনের এক কর্মীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট করার অভিযোগ ওঠায়, তাঁকেও সাসপেন্ড করেছে শিক্ষা দফতর। জলসম্পদ ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, প্রধানমন্ত্রী বা সাংবিধানিক পদাধিকারীদের নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না, এবং সরকারি কর্মীদের আচরণবিধি মেনে চলতেই হবে।এ ছাড়া জন্মাষ্টমির ছুটি ঘিরে সরকারি কর্মীদের কর্মদিবস সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গেও পূর্ববর্তী সরকারের নীতির সঙ্গে বর্তমান সরকারের পার্থক্য তুলে ধরেন তিনি।

কলকাতার একটি মিশনারি স্কুলের এক খুদে পড়ুয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। তার দাবি, স্কুলে ঢোকার পর কপালে দেওয়া চন্দনের তিলক বারবার মুছে দিতেন এক শিক্ষিকা।

দুর্নীতির জেরে বন্ধ চালু রেশন কার্ড বিভাজন

নয়া জামানাঃ যৌথ পরিবার ভেঙে নিউক্লিয়ার রেশন কার্ড তৈরির দুর্নীতি সামনে আসার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রেশন কার্ড বিভাজনের প্রক্রিয়া। খাদ্য দপ্তরের সেই সিস্টেম ব্লক তুলে নেওয়া হল অবশেষে। এর ফলে যৌথ পরিবার থেকে প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন হওয়া একক সংসারগুলিও এবার আলাদা রেশন কার্ডের সুযোগ পাবে।ঘটনার সূত্রপাত বাংলা আবাস যোজনার আবেদন নিয়ে। তদন্তে দেখা যায়, অনেক পরিবার বাস্তবে যৌথ থাকলেও কাগজে-কলমে হাঁড়ি আলাদা দেখিয়ে নিউক্লিয়ার রেশন কার্ড তৈরি করে আবাসের বাড়ি বাগিয়ে নিচ্ছে। কোথাও পরিবারের কর্তা ও তার দুই ছেলের নামে আলাদা আলাদা আবাসের বাড়ি অনুমোদন হওয়ার নজিরও মেলে। এই দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসার পরই খাদ্য মন্ত্রক গোটা প্রক্রিয়াটি স্থগিত করে দেয়।কিন্তু এর জেরে বিপাকে পড়েন প্রকৃতপক্ষে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সাধারণ মানুষ। যৌথ পরিবারের ডেটাবেসের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তাঁরা রেশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন।স্বয়ংক্রিয় যাচাই ব্যবস্থা গোটা পরিবারকে একটি আর্থিক ইউনিট ধরে নেওয়ায়, পরিবারের কোনও সচ্ছল সদস্যের কার্ড বাতিল হলে একই প্রোফাইলভুক্ত দরিদ্র ও যোগ্য উপভোক্তাদের কার্ডও বাতিল হয়ে যাচ্ছিল।এই সমস্যা তুলে ধরে কয়েক মাস আগে খাদ্য দপ্তরকে চিঠি দেয় ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলারস ফেডারেশন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু জানান, ফরম ১৪ বা অনলাইন হাউজহোল্ড ডিভিশনের মাধ্যমে রেশন কার্ড আলাদা করার সুযোগ বন্ধ থাকায় বহু প্রকৃত উপভোক্তা সমস্যায় পড়েছিলেন। তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতেই খাদ্য দপ্তর ফের পুরনো ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়।এখন থেকে নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথি জমা দিলেই যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সংসার আলাদা রেশন কার্ড পাবে। প্রকৃত যাচাইয়ের মাধ্যমে বাতিল হওয়া কার্ডও পুনর্বহাল করা হবে বলে জানিয়েছে খাদ্য দপ্তর।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 04-09-2026 22:02 Page 4

সম্পাদকীয়

৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। শুক্রবার

ভাঙল স্কুল,জাগবে কি প্রশাসন ?

একটি স্কুলের জরাজীর্ণ ভবন ভেঙে ফেলা হয়েছে বুলডোজারে। শুরু হয়েছে নতুন ভবন তৈরির প্রস্তুতি। শুনতে ভালো লাগলেও, রাজস্থানের রামপুরার এই ঘটনা আসলে স্বস্তির চেয়ে বেশি কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন সামনে এনে দিয়েছে।কারণ প্রশ্নটা শুধু একটি ভাঙা স্কুলবাড়ির নয় প্রশ্ন প্রশাসনের দায়িত্ববোধ এবং জবাবদিহির।যে স্কুলের পড়ুয়ারা শেষ পর্যন্ত গোয়ালঘরে বসে পড়াশোনা করতে বাধ্য হয়েছিল,সেই ভবনকে প্রশাসন ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরেই 'বিপজ্জনক' ঘোষণা করেছিল বলে দাবি করা হয়েছে।যদি সত্যিই তা হয়ে থাকে, তাহলে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তারপর কী হয়েছিল ?বিপজ্জনক ভবন চিহ্নিত করার পরেও কেন দ্রুত নতুন ভবন তৈরির কাজ শুরু হল না ? কেন পড়ুয়াদের দীর্ঘদিন বিকল্প ব্যবস্থায় পড়াশোনা করতে হল ?কোন দপ্তরের টেবিলে ফাইল আটকে ছিল? কোনও আধিকারিক কি নিয়মিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছিলেন ?আর যদি করে থাকেন তাহলে সমস্যার সমাধান হয়নি কেন?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর প্রশাসনকেই দিতে হবে।সরকারি দপ্তরে কোনও সমস্যা চিহ্নিত হওয়া মানেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যাওয়া নয়। বরং সেখান থেকেই প্রশাসনিক দায়িত্ব শুরু। একটি স্কুলভবন বিপজ্জনক ঘোষণা করার অর্থ হল সেখানে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে। সেই মুহূর্তে দ্রুত বিকল্প শ্রেণিকক্ষ, মেরামত অথবা নতুন ভবন তৈরির ব্যবস্থা করা প্রশাসনের কর্তব্য। সেখানে যদি মাসের পর মাস কোনও কার্যকর পদক্ষেপ না হয় তবে শুধু 'প্রক্রিয়াগত জটিলতা'র কথা বলে দায় এড়ানো যায় না।আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে সরকারি অর্থ নিয়ে। এখন প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন স্কুলভবন তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে।এই অর্থ জনগণের করের টাকা।সেই অর্থে তৈরি একটি স্কুলভবন যদি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে তাহলে তার দায়ও জনসাধারণের সামনে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ভবনটি কেন এমন অবস্থায় পৌঁছল? নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ হয়েছিল কি? কোনও তদারকি সংস্থা ছিল কি? কোথাও গাফিলতি হয়ে থাকলে তার তদন্ত হবে কি?শুধু নতুন ভবনের জন্য টাকা বরাদ্দ করলেই প্রশাসনিক দায়িত্ব শেষ হতে পারে না। পুরনো ভবন কেন ভেঙে পড়ার মতো অবস্থায় গেল সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করাও জরুরি।নইলে আজ রাজস্থানের রামপুরা, কাল অন্য কোনও স্কুল একই চিত্র আবার ফিরে আসতে পারে।এর পাশাপাশি রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিযোগও উদ্বেগজনক। স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে সিজেপির প্রতিনিধিদের ওপর হামলা, পাথর ছোড়া, মহিলাদের হেনস্থা এবং গাড়ির কাচ ভাঙার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগগুলির সত্যতা তদন্ত করে দেখা প্রশাসনের দায়িত্ব। রাজনৈতিক পরিচয় দেখে নয়, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। কারণ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সাধারণ মানুষের আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।সবচেয়ে বড় কথা,একটি স্কুলকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্র বানানো কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

স্ক্রিনের আলোয় অন্ধকার হচ্ছে শৈশব

বাপন দেব লাড়ু

একসময় শৈশবের অর্থ ছিল বাইরে বেরোনো। মাঠে দৌড়, গাছের ডালে ওঠা, বৃষ্টিতে ভেজা, পুকুরপাড়ে বসে গল্প করা, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেলেও বাড়ি ফিরতে না চাওয়া। বন্ধুত্ব তৈরি হতো খেলতে খেলতে, কল্পনার জন্ম হতো অপ্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে খেলনা বানাতে বানাতে। আজ সেই শৈশবের একটি বড় অংশ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে একটি ছোট্ট পর্দার ভিতরে।স্মার্টফোন নিজে কোনো শত্রু নয়। বরং সঠিক ব্যবহারে এটি শিক্ষা, জ্ঞান ও সৃজনশীলতার অসাধারণ মাধ্যম। শিশুরা প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা তখনই, যখন প্রযুক্তি শিশুর জীবনের সহায়ক না থেকে তার বিনোদন, অবসর, বন্ধুত্ব এবং কখনও কখনও অভিভাবকের বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়।আজ শিশুর কান্না থামাতে ফোন, খাওয়াতে ফোন, পড়াতে ফোন, ঘুম পাড়াতেও ফোন। কয়েক মিনিটের জন্য শান্তি নিশ্চিত করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় বুঝতেই পারি না, শিশুর মস্তিষ্ক একটি নির্দিষ্ট ধরনের উদ্দীপনার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। দ্রুত বদলে যাওয়া ছবি, শব্দ, পুরস্কার এবং অবিরাম নতুন কনটেন্টের মধ্যে বড় হতে থাকা একটি শিশুর কাছে অপেক্ষা, ধৈর্য কিংবা একঘেয়েমি ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠতে পারে।

অথচ একঘেয়েমি শৈশবের শত্রু নয়, সৃজনশীলতার অন্যতম জন্মস্থান। একটি খালি বাক্স থেকে মহাকাশযান বানানো, একটি কাঠের টুকরোকে গাড়ি ভাবা, মাটিতে দাগ কেটে খেলার মাঠ তৈরি করা, নিজের মনে গল্প বানানো, এগুলো ছিল শিশুর মস্তিষ্কের স্বাভাবিক অনুশীলন। পর্দা যখন প্রতিটি মুহূর্তের বিনোদন প্রস্তুত করে দেয়, তখন শিশুর নিজের কল্পনাশক্তিকে কাজ করানোর প্রয়োজন কমে যায়।এখানেই সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি অভিভাবকদের দিকে ফিরে আসে। শিশুকে আমরা যে অভ্যাস শেখাচ্ছি, তার অনেকটাই কি আমাদের নিজেদের জীবন থেকে আসছে না? বাবা-মা যদি খাবার টেবিলে ফোনে ব্যস্ত থাকেন, অবসরে সামাজিক মাধ্যমে ডুবে থাকেন, পরিবারের সদস্যের সঙ্গে কথা বলার মাঝেও স্ক্রিনে চোখ রাখেন, তাহলে শিশুকে আলাদা নিয়ম শেখানো কতটা কার্যকর?শিশুরা শুধু আমাদের কথা শোনে না, আমাদের আচরণও অনুকরণ করে।তাই সমাধান স্মার্টফোন কেড়ে নেওয়া নয়। প্রয়োজন সীমা তৈরি করা। প্রয়োজন বয়স অনুযায়ী স্ক্রিন ব্যবহারের নিয়ম, ঘুমের আগে স্ক্রিনমুক্ত সময়, খাবারের টেবিলে ফোন নিষিদ্ধ করা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, পরিবারের মধ্যে কথোপকথনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। শিশুকে শুধু 'ফোন দেখবে না' বললেই হবে না; তার হাতে বিকল্পও দিতে হবে। বই, খেলাধুলা, ছবি আঁকা, গান, প্রকৃতি, গল্প এবং সবচেয়ে বেশি করে মানুষের সঙ্গ।আমাদের মনে রাখতে হবে, শিশুর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ব্যস্ত রাখার প্রয়োজন নেই। তাকে কিছুটা সময় নিঃসঙ্গ থাকতে দিতে হবে, বিরক্ত হতে দিতে হবে, ভুল করতে দিতে হবে। কারণ সেখান থেকেই আত্মনির্ভরতা ও কল্পনার জন্ম।প্রযুক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ বদলাবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ভবিষ্যতের মানুষ যেন এমন না হয়, যে পৃথিবীর প্রতিটি তথ্য জানে অথচ একটি গাছের ছায়ায় বসে থাকার আনন্দ জানে না; হাজার মানুষের সঙ্গে অনলাইনে যোগাযোগ করতে পারে, অথচ পাশে বসা মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে পারে না।শৈশব জীবনের এমন একটি সময়, যার পুনঃসম্প্রচার হয় না। একটি হারিয়ে যাওয়া বিকেল, একটি অসম্পূর্ণ খেলা, বন্ধুর সঙ্গে অকারণ হাসি কিংবা বৃষ্টিতে ভেজা একটি দুপুর কোনো প্রযুক্তিই ফিরিয়ে দিতে পারবে না।তাই আজ প্রশ্নটি শিশুর হাতে ফোন থাকবে কি না, সেটি নয়। প্রশ্ন আরও গভীর আমরা কি আমাদের সন্তানদের প্রযুক্তির সঙ্গে বড় করছি, নাকি প্রযুক্তির হাতে তাদের শৈশব তুলে দিচ্ছি ?

একসময় শৈশবের অর্থ ছিল বাইরে বেরোনো। মাঠে দৌড়, গাছের ডালে ওঠা, বৃষ্টিতে ভেজা, পুকুরপাড়ে বসে গল্প করা, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেলেও বাড়ি ফিরতে না চাওয়া। বন্ধুত্ব তৈরি হতো খেলতে খেলতে, কল্পনার জন্ম হতো অপ্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে খেলনা বানাতে বানাতে। আজ সেই শৈশবের একটি বড় অংশ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে একটি ছোট্ট পর্দার ভিতরে।স্মার্টফোন নিজে কোনো শত্রু নয়। বরং সঠিক ব্যবহারে এটি শিক্ষা, জ্ঞান ও সৃজনশীলতার অসাধারণ মাধ্যম। শিশুরা প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা তখনই, যখন প্রযুক্তি শিশুর জীবনের সহায়ক না থেকে তার বিনোদন, অবসর, বন্ধুত্ব এবং কখনও কখনও অভিভাবকের বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়।আজ শিশুর কান্না থামাতে ফোন, খাওয়াতে ফোন, পড়াতে ফোন, ঘুম পাড়াতেও ফোন। কয়েক মিনিটের জন্য শান্তি নিশ্চিত করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় বুঝতেই পারি না, শিশুর মস্তিষ্ক একটি নির্দিষ্ট ধরনের উদ্দীপনার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। দ্রুত বদলে যাওয়া ছবি, শব্দ, পুরস্কার এবং অবিরাম নতুন কনটেন্টের মধ্যে বড় হতে থাকা একটি শিশুর কাছে অপেক্ষা, ধৈর্য কিংবা একঘেয়েমি ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠতে পারে।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 04-09-2026 22:02 Page 5

হাসপাতালেই 'নিম্নমানের' নির্মাণ ! আয়ুষ কেন্দ্রে সিমেন্টের ইট,উঠল অনিয়মের অভিযোগ

রঞ্জন সাহা,নয়া জামানা,ময়নাগুড়ি ঃ হাসপাতালের ভিতরেই তৈরি হচ্ছে আয়ুষ সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র।অথচ সেই নির্মাণকাজ ঘিরেই উঠল নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ। ময়নাগুড়ি হাসপাতাল চত্বরে নির্মীয়মাণ আয়ুষ সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভিত ও দেওয়াল তৈরিতে সিমেন্টের ইট ব্যবহারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।স্থানীয়দের প্রশ্ন, সরকারি প্রকল্পের নির্মাণকাজে নির্ধারিত মান না মেনে এই ধরনের ইট ব্যবহার করা হচ্ছে কীভাবে?স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণকাজ শুরুর পর থেকেই ভিত এবং দেওয়ালে সিমেন্টের ইট ব্যবহার করা হচ্ছিল। প্রায় ১৫ দিন আগে শুরু হয়েছে এই নির্মাণকাজ।সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থার দাবি,প্রকল্পটির নির্মাণ ব্যয় ২৪ লক্ষ টাকারও বেশি। মুর্শিদাবাদের একটি ঠিকাদার সংস্থা কাজটি করছে।সংস্থার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, সিমেন্টের ইট তুলনামূলক বেশি টেকসই বলেই তা ব্যবহার করা

হয়েছে।তবে বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়েছে নির্মাণকাজ পরিদর্শনে ইঞ্জিনিয়ারের আসার পর।কর্মরত রাজমিস্ত্রিদের দাবি,সংশ্লিষ্ট দফতরের ইঞ্জিনিয়ার এসে সিমেন্টের ইট ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপরই আপাতত নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে বলে জানা যায়।ময়নাগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সীতেশ বর জানান,বিষয়টি জানার পরই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঠিকাদার সংস্থাকে সিমেন্টের ইট খুলে নির্ধারিত উপকরণ দিয়ে ফের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে, কর্মরত রাজমিস্ত্রি নজরুল মিয়ার বক্তব্য,ঠিকাদার সংস্থা যে নির্দেশ দিয়েছে,আমরা সেটাই করেছি।ফলে সরকারি প্রকল্পে নির্মাণসামগ্রীর মান নিয়ে প্রশ্নের পাশাপাশি নজরে এসেছে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থার ভূমিকাও।

ময়নাগুড়িতে ভারতীয় জাতীয় যুব কম্পিউটার একাডেমির শুভ উদ্বোধন

নয়া জামানা,ময়নাগুড়ি ঃ প্রযুক্তির যুগে এগিয়ে যেতে কম্পিউটার শিক্ষা আজ অপরিহার্য।আর সেই লক্ষ্যেই ময়নাগুড়ির বুকে শুরু হল আধুনিক কম্পিউটার শিক্ষার নতুন ঠিকানা। ময়নাগুড়ি হাসপাতাল পাড়ার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন বাজার এলাকায়, ময়নাগুড়ি খাগড়াবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পাশের গলিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন হল জলপাইগুড়ি ভারতীয় জাতীয় যুব কম্পিউটার একাডেমির। শুক্রবার প্রদীপ প্রজ্বালন ও ফিতা কেটে একাডেমির শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রদীপ ঘোষাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী শক্তি চক্রবর্তী, ইন্দিরা ঘোষাল,একাডেমির ডাইরেক্টর বিকি চক্রবর্তী, সুচিত্রা ব্যানার্জি-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।আধুনিক কম্পিউটার

শিক্ষা,প্রযুক্তিগত দক্ষতা,উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই একাডেমির পথচলা শুরু। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী ও যুবসমাজকে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় দক্ষ করে তোলার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে কর্তৃপক্ষের আশা।ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে।প্রযুক্তি শিক্ষায় নিজেকে দক্ষ করে ভবিষ্যতের পথে এক ধাপ এগিয়ে যেতে আজই যোগাযোগ করুন।যোগাযোগ ৮৬৭০১৩৬৯৮৩ / ০৩৫৬১২৩৪১৬১

লরির ধাক্কায় ছাত্রীর মৃত্যু, ক্ষোভে ফুঁসছে চাঁচল

নয়া জামানা,মালদহ ঃ মূল সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লরি হয়ে উঠল মরণফাঁদ। সংযোগকারী রাস্তা দিয়ে মূল সড়কে উঠতেই পণ্যবাহী লরির ধাক্কায় প্রাণ গেল একাদশ শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীর। শুক্রবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাকে ঘিরে চাঁচলের মাদ্রাসা মোড় এলাকায় ছড়ায় তীব্র উত্তেজনা।মৃত ছাত্রীর নাম তাবাসুম জাহান (১৭)।তিনি কলিগ্রাম হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী।পুখুরিয়ার গোঁসাইপুরে আদি বাড়ি হলেও

বর্তমানে চাঁচলের বিধানসরণী এলাকায় ভাড়া থাকতেন।জানা গিয়েছে,এদিন বাবার বাইকে চেপে হরিশ্চন্দ্রপুরে দাদুর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তাবাসুম। মাদ্রাসা মোড়ের কাছে সংযোগকারী রাস্তা থেকে মূল সড়কে ওঠার সময় আচমকাই লরির ধাক্কা। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন তাবাসুম ও তাঁর বাবা তালেব মিঞা।পরে মৃত্যু হয় তাবাসুমের।পরিবারের অভিযোগ, মূল সড়কের ধারে ব্যবসায়ী পঙ্কজ ডালমিয়ার লরি দাঁড় করিয়ে পণ্য নামানোর কারণেই চালকের দৃষ্টিতে বাইকটি আসেনি। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে লরি চালককে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে চাঁচল থানার পুলিশ।

রেললাইনে ধস

দু'দিনেও কাটল না দুর্ভোগ ! স্টেশনে যাত্রী-হাহাকার

নয়া জামানা,মালদা ঃ প্ল্যাটফর্মে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা,হাতে টিকিট-তবু ট্রেনের দেখা নেই !কেউ বসে ক্লান্তিতে,কেউ ছুটছেন বারবার ট্রেনের খোঁজে।চোখে উৎকণ্ঠা, মুখে ক্ষোভ। একটাই প্রশ্ন কখন আসবে ট্রেন? ফরাক্কায় রেললাইনে ধস যেন রীতিমতো 'দুর্ভোগের ফাঁদে' ফেলেছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের যাত্রীদের।বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও কাটল চরম অনিশ্চয়তায়।একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল, বহু ট্রেন ঘুরপথে, আবার কোনও কোনও ট্রেন চলছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেরিতে।ফলে সকাল থেকেই মালদা টাউন স্টেশন কার্যত পরিণত হয় অপেক্ষার স্টেশনে। তিলডাঙ্গা ও ফরাক্কার মধ্যবর্তী রেলপথে ধস নামার জেরেই এই বিপর্যয় বলে জানা গিয়েছে।তার সরাসরি ধাক্কা গিয়ে পড়েছে রেলযাত্রীদের উপর।নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছনোর আশা নিয়ে স্টেশনে এলেও বহু যাত্রীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হচ্ছে।শিশু, বয়স্ক এবং মহিলা যাত্রীদের দুর্ভোগ আরও চরমে উঠেছে।ট্রেন বাতিল হওয়ায় অনেকেই বিকল্প হিসেবে বাসে যাওয়ার কথা ভাবেন।কিন্তু সেখানেও স্বস্তি নেই।অভিযোগ,যাত্রীদের এই অসহায় পরিস্থিতির সুযোগে বিভিন্ন

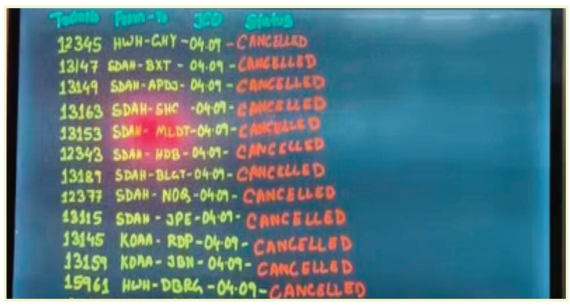

প্ল্যাটফর্মে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা,হাতে টিকিট-তবু ট্রেনের দেখা নেই !কেউ বসে ক্লান্তিতে, কেউ ছুটছেন বারবার ট্রেনের খোঁজে। চোখে উৎকণ্ঠা, মুখে ক্ষোভ। একটাই প্রশ্ন কখন আসবে ট্রেন? ফরাক্কায় রেললাইনে ধস যেন রীতিমতো 'দুর্ভোগের ফাঁদে' ফেলেছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের যাত্রীদের।

রুটে বাসভাড়া বেড়ে গিয়েছে।ফলে একদিকে ট্রেন বাতিল, অন্যদিকে বাড়তি ভাড়ার বোঝা দুর্ভোগের উপর যেন জোড়া ধাক্কা ! অতিরিক্ত টাকা খরচ করে বাসে যাওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে অগত্যা বহু যাত্রী স্টেশনেই অপেক্ষা করছেন।যাত্রীদের কথায়,ট্রেন কখন আসবে, আদৌ নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছবে কি না কোনও কিছুই স্পষ্ট নয়।বারবার ঘোষণার অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে চোখ রাখছেন তাঁরা।দীর্ঘ অপেক্ষায় ক্ষোভও বাড়ছে।মালদা টাউন স্টেশনের রেলকর্মীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তিলডাঙ্গা ও ফরাক্কার মধ্যবর্তী রেলপথে ধস নেমেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। কিছু ট্রেনকে ঘুরপথে চালানো হচ্ছে। রেললাইন মেরামতির কাজ দ্রুতগতিতে চলছে বলে রেল সূত্রে খবর। তবে কবে পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে ট্রেন চলাচল তা এখনও নিশ্চিত নয়।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 04-09-2026 22:02 Page 6

অভিযোগের খাতা খুলল ভরতপুরে, ‘জনতার দরবারে’ অনামিকা

আইয়ুব আলী,নয়া জামানা, ভরতপুরঃ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে গিয়ে কোথায় আটকে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের আবেদন? কার দরজায় গিয়েও মিলছে না সমাধান? সেই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই ভরতপুরে বসল বিজেপির ‘জনতার দরবার’। রাজ্য সরকারের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ভরতপুরের ৬৯ নম্বর বিধানসভা এলাকায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা নেতৃত্ব তথা ভরতপুর বিধানসভার নেত্রী অনামিকা ঘোষের নেতৃত্বে আয়োজিত এই দরবারে এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ হাজির হন।সরকারি পরিষেবা পেতে তাঁদের কী কী সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে তা সরাসরি তুলে ধরেন তাঁরা। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার,প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা,

প্রতিবন্ধী ভাতা-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে নথিপত্র সংক্রান্ত জটিলতার অভিযোগ সামনে আসে।বিশেষ করে মহিলাদের সমস্যার কথা শুনে তাঁদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নথির জেরক্স কপি সংগ্রহ করেন অনামিকা ঘোষ। জানা গিয়েছে,প্রায় এক হাজার মহিলা এদিন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। সংগৃহীত নথি ভরতপুর-১ ব্লকের বিডিওর কাছে তুলে দিয়ে সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান অনামিকা।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন

সংখ্যালঘু মোর্চার ব্লক সভাপতি মির রিপন আলী, ভরতপুর ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি নন্দন সূত্রধর-সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব।

শহরজুড়ে রেস্তোরাঁয় প্রশাসনের অভিযান,বাজেয়াপ্ত খাদ্যদ্রব্য

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা,রায়গঞ্জঃ খাদ্য নিরাপত্তা বিধি মেনে চলা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে শুক্রবার রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ও বিরিয়ানির দোকানে অভিযান চালাল প্রশাসন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য দপ্তরের ফুড সেফটি সেকশন ও রায়গঞ্জ পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে ঘড়ি মোড় সংলগ্ন মোহনবাটি এলাকায় এই অভিযান চলে। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক তথা পৌর প্রশাসক তন্ময় ব্যানার্জি, রায়গঞ্জ পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার মদন মণ্ডল-সহ খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁ ও বিরিয়ানির দোকানে খাবারের গুণমান, রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা এবং খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। অভিযান চলাকালীন বেশ কিছু খাদ্যদ্রব্য এবং খাদ্যে ব্যবহৃত রং বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, উদ্ধার হওয়া কিছু খাদ্য রংয়ের যথাযথ লেবেল ছিল না। পাশাপাশি একটি রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে অননুমোদিত খাদ্য রং এবং মেয়াদোত্তীর্ণ কোমল পানীয়জাত পণ্য পাওয়ার কথা নির্দেশপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সংগৃহীত নমুনাগুলি পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অভিযানে কয়েকটি রেস্তোরাঁর রান্নাঘরের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও পর্যাপ্ত আলোর অভাব নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকরা।

জল নিকাশি ব্যবস্থার বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মকানুন মেনে চলার পাশাপাশি চিহ্নিত ত্রুটিগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীরা স্বীকার করে নিয়েছেন তাদের বেশ কিছু অসঙ্গতির কথা। আগামী দিনে আরও সতর্ক হওয়ার বার্তা দিচ্ছেন তারা। তবে প্রশাসনের এই নজরদারি অভিযানকে সাধুবাদ জানিয়েছে, সাধারণ মানুষ। শহরের বাসিন্দা সোমনাথ সিংহ জানান, ক্ষুশুধু মাঝে মাঝে এই ধরনের নজরদারি চললে হবে না এই প্রক্রিয়াটি অবিরত হওয়া প্রয়োজন।ক্ষু ওপর এক বাসিন্দা নিমাই সিংহ রায়ের মতে, ক্ষুশহরের মানুষই নয় প্রতিদিন রায়গঞ্জ শহরে আশেপাশের অঞ্চল থেকে প্রচুর মানুষ আছেন যাদের খাবারের জন্য ওই রেস্তোরাঁগুলির ওপরেই নির্ভর করতে হয়। সেক্ষেত্রে খাদ্যের গুণমান সঠিক হওয়া একান্তই প্রয়োজন।ক্ষু প্রশাসনের এই অভিযানের প্রসঙ্গে রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক তথা পৌর প্রশাসক তন্ময় ব্যানার্জি বলেন, শহরের রেস্তোরাঁ

ও খাদ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে খাদ্যের গুণমান এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতেই এই ধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনওরকম আপস করা হবে না বলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে।

ঢাকের বোল এখনও দূরে, কোচবিহারে বড় দেবীর আগমনী শুরু

নয়া জামানা, কোচবিহারঃ দুর্গাপুজোর ঢাক এখনও বাজেনি। পুজোর দিন গুনতেও বাকি বেশ কিছুটা সময়। কিন্তু কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী বড় দেবী বাড়িতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেল দেবীর আগমনের প্রস্তুতি। রাজ আমলের শতাব্দীপ্রাচীন রীতি মেনেই কৃষ্ণ অষ্টমীর পবিত্র তিথিতে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল বিশেষ স্তম্ভ পুজো।

উরু গাছকে স্তম্ভ হিসেবে পুজো করার মধ্য দিয়েই বড় দেবীর পুজোর আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতিতে পড়ল প্রথম পদক্ষেপ।দেওয়া হল বিশেষ নৈবেদ্য।

পাশাপাশি পালিত হল পায়রা বলির প্রাচীন রীতিও।ইতিহাস, লোকবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার তিনের মেলবন্ধনে এ দিন বড় দেবী বাড়ি হয়ে উঠল এক

অন্য আবহে।বড় দেবীর পুজোর প্রস্তুতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একাধিক প্রাচীন রীতি।

শ্রাবণ মাসের শুক্লা অষ্টমীতে কোচবিহারের ডাংরাই মন্দিরে ‘ময়না কাঠ’ পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই প্রক্রিয়া। এরপর হয় গৃহপুজো।আগামী রাধাষ্টমীর তিথিতে সেই ‘ময়না কাঠ’ নিয়ে আসা হবে বড় দেবী মন্দিরে। বিশেষ পুজো-অর্চনার পর শুরু হবে ঐতিহ্যবাহী প্রতিমা নির্মাণ।

সময় বদলেছে, প্রজন্ম বদলেছে। কিন্তু বড় দেবীর পুজোয় আজও অমলিন রাজ আমলের সেই আচার, বিশ্বাস ও ঐতিহ্য। দুর্গোৎসবের কাউন্টডাউন তাই শুরু হয়ে গেল অনেক আগেই।

সরকারকে রাজস্ব দিয়েও কোণঠাসা বৈধ ব্যবসায়ীরা, অবৈধ করাতকল বন্ধের দাবিতে বন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ

নয়া জামানা,মালদাঃ লাইসেন্স আছে, সরকারি রাজস্বও দিতে হয়। নিয়ম মেনে ব্যবসা চালাতে গিয়ে একের পর এক বিধিনিষেধ অথচ অভিযোগ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অনুমোদনহীন করাতকল দিব্যি রমরমিয়ে চলছে! এমনই অভিযোগ তুলে এবার সরাসরি বন দপ্তরের দরজায় কড়া নাড়লেন মালদার বৈধ করাতকল মালিকেরা।তাঁদের দাবি, বিগত সরকারের আমলে বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও কার্যকর ব্যবস্থা মেলেনি।সরকার পরিবর্তনের পর দুর্নীতি ও বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের আশায় নতুন করে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন তাঁরা।মালদা রেঞ্জ জেনারেল স এন্ড প্লাই মিল অনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শীতেশ মণ্ডলের বক্তব্য,আগে অভিযোগ করেও কোনও গুরুত্ব পাওয়া যায়নি।এখন সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছে।সেই আশাতেই আমরা অবৈধ কাঠের মিল ও করাতকলের বিরুদ্ধে বন দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছি।আশা করছি এবার সঠিক তদন্ত হবে। ব্যবসায়ীদের দাবি,মালদা জেলায় প্রায় দেড়শো বৈধ করাতকল রয়েছে।সরকারি লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করার পাশাপাশি নিয়ম মেনে বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব দিতে হয় তাঁদের।রয়েছে বিদ্যুৎ, শ্রমিকের মজুরি, পরিবহণ এবং অন্যান্য

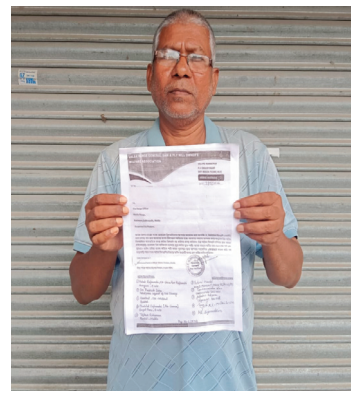

আনুষঙ্গিক খরচ।ফলে বৈধ পথে ব্যবসা চালাতে গিয়ে ক্রমশ চাপ বাড়ছে।অন্যদিকে তাঁদের অভিযোগ, মালদা জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় দুই শতাধিক অবৈধ করাতকল কোনওরকম সরকারি অনুমোদন ছাড়াই চলছে।ফলে একদিকে বৈধ ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন অন্যদিকে সরকারের রাজস্বও ফাঁকি যাচ্ছে বলে অভিযোগ।শুধু করাতকলের ব্যবসা নয়,অবৈধ কাঠের কারবারকে ঘিরে মালদার পরিবেশ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বৈধ ব্যবসায়ীরা।তাঁদের অভিযোগ,নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে জেলার সবুজতা কমছে।বিশেষ করে মালদার ঐতিহ্যবাহী আমবাগানগুলির উপরও এর প্রভাব পড়ছে বলে তাঁদের দাবি।অভিযোগ উঠেছে, কোথাও কোথাও আমবাগান ধ্বংস করে জমি পরিষ্কার করে শুরু হচ্ছে নির্মাণ ও প্রোমোটারি সংক্রান্ত কাজ।এর ফলে একদিকে মালদার আমবাগানের পরিমাণ কমছে অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্যও বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। বৈধ করাতকল মালিকদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখানেই। তাঁদের দাবি, প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে জেলার বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক অবৈধ করাতকল চালছে ? সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ থাকলেও কেন বন্ধ হচ্ছে না এই কারবার? এই প্রশ্নেই প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। বন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়ে বৈধ করাতকল মালিকদের দাবি,অবৈধ করাতকলগুলির বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত করা হোক।লাইসেন্স ও সরকারি অনুমোদন যাচাই করে বেআইনি কারবার বন্ধ করার পাশাপাশি নিয়ম মেনে ব্যবসা করা করাতকল মালিকদের স্বার্থও রক্ষা করা হোক। এখন দেখার,বৈধ ব্যবসায়ীদের এই অভিযোগের পর বন দপ্তর কতটা সক্রিয় হয়।অভিযোগের তদন্তে কি সত্যিই বেরিয়ে আসবে অবৈধ করাতকলের ‘রহস্য’? নাকি ফের অভিযোগের ফাইলেই আটকে থাকবে কাঠের কারবারের এই বিতর্ক ?উত্তর খুঁজছে মালদা।

মেয়াদ ফুরোনো জুসে বিপদ! বাগডোগরায় খাদ্য সুরক্ষা দফতরের হানা

নয়া জামানা,বাগডোগরাঃ খাবারের থালায় স্বাদ নয়, লুকিয়ে রয়েছে বিপদের আশঙ্কা! শিলিগুড়ি ও মাটিগাড়ার পর এবার বাগডোগরায় একের পর এক খাবারের দোকানে হানা দিল খাদ্য সুরক্ষা দফতর। নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসন, ডিইবি এবং বাগডোগরা থানার সহযোগিতায় বিহার মোড় থেকে আপার বাগডোগরা পর্যন্ত বিভিন্ন রেস্তোরাঁ, মিষ্টির দোকান, মুদিখানা ও মাংসের দোকানে চলে এই অভিযান। অভিযানে একটি রেস্তোরাঁ থেকে উদ্ধার হয়েছে মেয়াদোত্তীর্ণ জুসের বোতল ও নষ্ট মোমো।একটি মিষ্টির দোকান থেকে মিলেছে বাসি মিষ্টি।পাশাপাশি একটি মুদিখানা থেকে উদ্ধার হয়েছে মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া মশলা। খাবারে ব্যবহৃত রং এবং পিজ্জা তৈরির বিভিন্ন উপকরণও খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা।অভিযান ঘিরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে তৈরি হয় চাঞ্চল্য।খাদ্যসামগ্রী সঠিকভাবে সংরক্ষণ, দোকানের পরিচ্ছন্নতা এবং খাদ্য নিরাপত্তার মান বজায় রাখার বিষয়ে দেওয়া হয়েছে কড়া নির্দেশ।সংশ্লিষ্ট

ব্যবসায়ীদের সাত দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাগডোগরার একাধিক মাংসের দোকানেও চলে তল্লাশি।খাদ্য সুরক্ষা দফতর জানিয়েছে, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে আগামী দিনেও এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 04-09-2026 22:02 Page 7

নেপালের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার মৃত্যুঞ্জয়ী ২ শ্রমিক

নয়া জামানা ঃ হিমবাহ ভেঙে নেমে আসা ভয়াবহ হড়পা বানের নয় দিনের মাথায় নেপালে মিলল নতুন আশার আলো। ত্রিশূলী ৩এ হাইড্রোপাওয়ার প্রজেক্টের একটি সুড়ঙ্গ থেকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে দুই শ্রমিককে। উদ্ধারকারী দলের দাবি, সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে এখনও মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, যা থেকে অনুমান করা হচ্ছে ভিতরে আরও কেউ বেঁচে থাকতে পারেন। কাদামাটি সরিয়ে সুড়ঙ্গে প্রবেশের চেষ্টা চালাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা।গত ২৬ অগস্ট হিমবাহ ধসে সৃষ্ট এই বিপর্যয়ে নেপালের অন্তত তিনটি জেলা সম্পূর্ণ প্লাবিত হয়। ভোতেকোশী ও ত্রিশূলী নদীর তাণ্ডবে বহু গ্রাম কাদার নিচে চাপা পড়ে যায়, ভেসে যায় একাধিক হাইড্রোপাওয়ার প্রকল্পও।এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও একের পর এক উদ্ধার-সাফল্য দেশটিকে আশাবাদী রাখছে। এর আগে তিনদিন পর ধ্বংসস্তূপ থেকে শিশুদের এবং সম্প্রতি ৯০ বছর বয়সি এক বৃদ্ধাকে গলা পর্যন্ত কাদায় ডুবে থাকা অবস্থায় জীবিত উদ্ধার করা হয়েছিল।এদিন উদ্ধার হওয়া দুই শ্রমিক হলেন কবীর মহারাজন (বয়স ৪৫) ও সঞ্জয় শাহ (বয়স ৩০)। কবীর ছিলেন প্রকল্পের সুপারভাইজর, আর সঞ্জয় নেপাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটিতে মেকানিক্যাল ফোরম্যান পদে কর্মরত। বানের জল সুড়ঙ্গে ঢোকার পর প্রাণ বাঁচাতে কাদার মধ্যে হামাগুড়ি দিতে গিয়ে দু'জনেরই হাত-পায়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। কবীরকে কাঠমান্ডুর সেনা হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে, আর সঞ্জয়কে এয়ারলিফ্ট করে নেওয়া হয়েছে বাতারে, যেখানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।কবীরের ভাই আমির মহারাজন উদ্ধারের খবরে আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, তাঁর মন থেকে বড় একটা বোঝা নেমে গেছে।

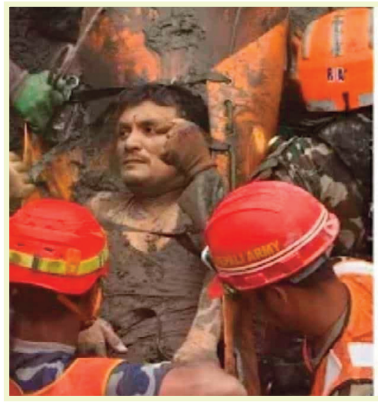

সিকিমে চিহ্নিত ৪০ ঝুঁকিপূর্ণ হ্রদ ১৬ হিমবাহ ভেঙ্গে বন্যার আশঙ্কা

নয়া জামানা ঃ পূর্ব হিমালয়ের রাজ্য সিকিমে ৪০টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হিমবাহ হ্রদ চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৬টিতে বাঁধ ভেঙে ভয়াবহ প্লাবনের সর্বোচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। এমন ঘটনা ঘটলে পার্বত্য অঞ্চলের নীচের জনবসতির জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। গত ২৬ অগস্ট নেপাল-তিব্বত সীমান্তে হিমবাহ ধসজনিত বন্যায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও বহু মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে এই তথ্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যদিও ওই বিপর্যয় হ্রদ-বিস্ফোরণজনিত বন্যা ছিল না।এদিন গ্যাংটকে আয়োজিত এক মিডিয়া সচেতনতামূলক কর্মশালায় প্রধান সচিব সন্দীপ তাম্বে জানান, রিমোট সেন্সিং ও স্যাটেলাইট চিত্রের মাধ্যমে হ্রদগুলি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ৪০টি হ্রদের মধ্যে ১৬টি সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ক্যাটাগরি এ, দুটি ক্যাটাগরি বি এবং নয়টি ক্যাটাগরি সি-তে রয়েছে, বাকি ১৩টির

শ্রেণিবিন্যাস এখনও বাকি। ২০২৩ সালের অক্টোবরে সিকিমে এমনই এক বন্যায় অন্তত ৬০ জনের মৃত্যু ও চুংথাং বাঁধ ধ্বংস হয়েছিল।সিকিম সরকার লোনাক কমপ্লেক্স, শাকো ছো এবং গুরুদংমার কমপ্লেক্সের জন্য পৃথক প্রস্তাবনা তৈরি করেছে। সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ শাকো ছো-র প্রকল্প প্রতিবেদন জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়েছে। দেশের প্রথম নির্দিষ্ট 'গ্লফ' ঝুঁকি প্রশমন প্রোটোকল তৈরির কাজও চলছে, যা হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের জন্য মডেল হতে পারে। একই দিনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ ও জম্মু-কাশ্মীরের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেছেন এবং অতিরিক্ত আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী সেন্সর বসানোর প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন।

এস্তোনিয়ায় অস্ত্র-দুর্নীতি পদত্যাগ করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ প্রায় ৭৬৯ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন এস্তোনিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী হানো পেভকুর। প্রায় চার বছর ধরে দায়িত্ব সামলানো পেভকুরের পদত্যাগের নেপথ্যে রয়েছে অভিজ্ঞতাহীন এক সংস্থাকে অস্ত্র সরবরাহের বরাত দেওয়ার ঘটনা।রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ইউক্রেনকে অস্ত্র জোগাচ্ছে এস্তোনিয়া। সেই লক্ষ্যে ২০২৪ সালে আর্টিলারি শেল সরবরাহের জন্য ৭০ মিলিয়ন ডলারের (প্রায় ৭৬৮.৫০ কোটি টাকা) চুক্তি হয় ইতালিতে নথিভুক্ত সংস্থা ডেটাসেল এসআরএল-এর সঙ্গে। তবে সংস্থাটি ২০২৪ সালের শুরুতেই ভারতের জয়সওয়াল নেকো গ্রুপের মালিকানাধীন নেকো ডিফেন্স মিউনিশনস অধিগ্রহণ করে নেয়।এস্তোনিয়ার ন্যাশনাল অডিট অফিসের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে, আর্টিলারি শেল বিক্রির কোনও পূর্ব

অভিজ্ঞতাই ছিল না ভারতীয় সংস্থাটির। নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহেও ব্যর্থ হয় তারা। উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যার কারণে বারবার দেরি হওয়ার পর ২০২৫ সালে গোলাবারুদ হাতে পায় এস্তোনিয়া, কিন্তু তার গুণগত মান নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এই বিতর্কের জেরেই পদত্যাগ করেন পেভকুর। সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, দেশের নিরাপত্তা কোনও একজনের একার দায়িত্ব নয়, তাই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের রাজনৈতিক দায়ভার নিয়ে তিনি মন্ত্রকের ভার প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিচ্ছেন।ইতিমধ্যে ভারতীয় সংস্থার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছে এস্তোনিয়া।

চুক্তি বাতিলের আগেই সংস্থাটিকে প্রায় ৭৬৯ কোটি টাকা দিয়ে ফেলেছিল তারা, যা উদ্ধারে ইউরোপিয়ান আরবিট্রেশন অ্যান্ড মিডিয়েশন সেন্টারের দ্বারস্থ হয়েছে ন্যাটোভুক্ত দেশটি।

যুদ্ধের সঙ্গে তেল কেনার সম্পর্ক নেই
রুশ তেল নিয়ে ট্রাম্পকে খোঁচা জয়শংকরের

নয়া জামানা ঃ ভারতের মতো দেশগুলি রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণেই ইউক্রেনে যুদ্ধ চলছে এমন যুক্তি দেখিয়ে ভারতের উপর শুল্ক চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার ইউক্রেনে দাঁড়িয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে নাম না করে পাল্টা জবাব দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোন দেশ তেল কিনল বা কিনল না, তার সঙ্গে যুদ্ধ থামার কোনও সম্পর্ক নেই।২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পশ্চিমী বিশ্বের একাধিক দেশ রুশ তেল আমদানি বন্ধ করে দেয়। যদিও জার্মানির মতো বহু দেশ এখনও রুশ গ্যাস আমদানি চালিয়ে যাচ্ছে। সেই সময় থেকেই কম দামে রুশ তেল কেনা শুরু করে ভারত, যার পরিমাণ ধীরে ধীরে অনেকটাই বেড়ে যায়। শুরু থেকেই বিষয়টি ভালো চোখে দেখেনি আমেরিকা। তবে নয়াদিল্লির অবস্থান

ছিল স্পষ্ট জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে যেখান থেকে তেল কেনা লাভজনক, সেখান থেকেই কেনা হবে।গতবছর আগস্টে রুশ তেল কেনার অভিযোগে ভারতীয় পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপান ট্রাম্প। তাঁর দাবি ছিল, তেল বিক্রির অর্থেই ইউক্রেনে হামলা চালাচ্ছে রাশিয়া, তাই রুশ তেল আমদানিকারী দেশগুলিকে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। ভারতকে রুশ তেল আমদানি বন্ধ করার নির্দেশও দেন তিনি। এখানেই না থেমে ট্রাম্প প্রশাসন স্যাঙ্কশনিং রাশিয়া অ্যাক্ট ২০২৫ পাশ করাতে উদ্যোগী হয়েছে, যেখানে রাশিয়া থেকে তেল, গ্যাস, ইউরেনিয়াম বা পেট্রোপণ্য কেনা দেশগুলির উপর সর্বোচ্চ ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব রয়েছে।এর আগেও একাধিকবার রুশ তেল আমদানি নিয়ে ট্রাম্পকে নাম না করে কটাক্ষ করেছেন জয়শংকর। এবার জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি বলেন, পাঁচ বছর ধরে চলা যুদ্ধের সমাধান কে তেল বা অন্য পণ্য কিনল তার ভিত্তিতে হবে না, একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান সম্ভব। সেইসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দেন, ১৪০ কোটি মানুষের শক্তিসম্পদের জোগান দেওয়া ভারতের দায়িত্ব, যা যুদ্ধ সত্ত্বেও মাথায় রাখা জরুরি।

নেশাগ্রস্ত পাইলট, মাঝ আকাশে বিকল তিন হাইড্রোলিক সিস্টেম

নয়া জামানা ঃ ফুকেত থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানের দুর্ঘটনা নিয়ে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। ১৩৭ জন যাত্রী নিয়ে ওড়া বিমানটির দায়িত্বে থাকা পাইলট বিমানে ওঠার আগে গাঁজা ও ঘুমের ওষুধ সেবন করেছিলেন বলে জানিয়েছে এয়ারক্রাফট অ্যাকসিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো।গত ৪ আগস্ট এই দুর্ঘটনা ঘটে। মাঝ আকাশে হঠাৎই প্রায় ৩০০ ফুট নিচে নেমে যায় বিমানটি, যার জেরে আহত হন মোট ২৪ জন যাত্রী, যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের চোট বেশ গুরুতর ছিল। ঘটনার পর তদন্ত শুরু হতেই একের পর এক তথ্য সামনে আসতে থাকে। প্রথম দফার ডোপ টেস্টেই ব্যর্থ হন সংশ্লিষ্ট পাইলট, তাঁর শরীরে মেলে সাইকোঅ্যাক্টিভ পদার্থের উপস্থিতি। নিশ্চিত হতে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করা হলে সেই রিপোর্টও পজিটিভ আসে।পরবর্তীতে

ওই পাইলট নিজেই স্বীকার করেন, শুধু গাঁজা নয়, বিমানে ওঠার আগে ঘুমের ওষুধও খেয়েছিলেন তিনি।প্রাথমিক রিপোর্টে এই স্বীকারোক্তির উল্লেখ রয়েছে।এমন নেশাগ্রস্ত পাইলটের নিয়ন্ত্রণে থাকা বিমানটিই মাঝ আকাশে যান্ত্রিক বিভ্রাটের কবলে পড়ে। ব্ল্যাক বক্সের তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, বিমানের তিনটি হাইড্রোলিক সিস্টেম প্রায় একইসঙ্গে বিকল হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে প্রেশার কমে যায় গ্রিন হাইড্রোলিক সিস্টেমের, তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একই সমস্যা দেখা দেয় ব্লু ও ইয়েলো সিস্টেমেও। এর ফলে বিমানের ডানাগুলির ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতা কমে যায়, তীব্র ঝাঁকুনির সঙ্গে বিমানটি হু হু করে নিচে নামতে শুরু করে। তবে সৌভাগ্যক্রমে অল্প সময়ের মধ্যেই সিস্টেমগুলি ফের স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে শুরু করায় বড়সড় বিপদ এড়ানো যায়।তদন্তকারী সংস্থার প্রাথমিক রিপোর্টে মূলত নেশাগ্রস্ত পাইলটের দিকেই অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে, যন্ত্রাংশ বিকল হওয়ার বিষয়টি তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব পেয়েছে।ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে বিমান পরিষেবার নিরাপত্তা নিয়ে। মাঝ আকাশে এমন বিভ্রাট ঘটলে যাত্রীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে কার, তার স্পষ্ট উত্তর এখনও অধরা।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 04-09-2026 22:02 Page 8

মহম্মদ শামির শততম প্রথম শ্রেণির

ম্যাচে সিএবি-র বিশেষ সম্মান

নয়া জামানা ঃ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শততম ম্যাচ খেলতে চলেছেন মহম্মদ শামি। জাতীয় দলে বর্তমানে ব্রাত্য থাকলেও এখনও একার কাঁধে দলকে ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রাখেন বাংলার এই পেসার। দলীপ ট্রফির ফাইনালে পূর্বাঞ্চলের হয়ে খেলে ফের একবার নির্বাচকদের বার্তা দিতে চাইবেন তিনি। বিসিসিআই এই বিষয়ে উচ্চবাচ্য না করলেও, সিএবি শততম ম্যাচ উপলক্ষে চেন্নাইয়ে বিশেষ সম্মান জানাবে শামিকে।২০১০ সালে বাংলার হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় শামির। দুবছর পর পূর্বাঞ্চলের দলীপ ট্রফি জয়ী দলেও ছিলেন তিনি। ১৪ বছর পর ফের দলীপের ফাইনালে উঠেছে পূর্বাঞ্চল, আর সেটাই হতে চলেছে শামির শততম ম্যাচ। চিপক স্টেডিয়ামে ম্যাচের আগে সিএবি-র তরফে একাধিক উপহার দেওয়া হবে তাঁকে। থাকবে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সই করা একটি বল এবং একশো লেখা একটি বিশেষ জার্সি। এছাড়াও থাকছে এক কেজি ওজনের একটি রুপোর

স্মারক। এই উপহারগুলি নিয়ে চেন্নাইয়ে উড়ে যাচ্ছেন সিএবি-র কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস।প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত ৯৯টি ম্যাচ খেলে ৩৮২টি উইকেট নিয়েছেন শামি, পাঁচ উইকেট নিয়েছেন ১৫ বার। দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর মোট উইকেট সংখ্যা ৯০০। ১৪৯টি লিস্ট এ ম্যাচে ২৮৩ এবং ১৯৬টি টি-টোয়েন্টিতে ২৩৮ উইকেট নিয়ে এই কৃতিত্ব অর্জনকারী ষষ্ঠ ভারতীয় পেসার হয়েছেন তিনি।

পাঁচ সেটের লড়াই জিতে তৃতীয় রাউন্ডে জেরেভ

নয়া জামানা ঃ ইউএস ওপেন ২০২৬-এর দ্বিতীয় রাউন্ডে ফের আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে স্নায়ুর চূড়ান্ত পরীক্ষা দিলেন আলেকজান্ডার জেরেভ।

ফরাসি প্রতিপক্ষ কোয়েন্টিন হ্যালিসকে পাঁচ সেটের ম্যারাথন লড়াইয়ে ৬-৪, ৪-৬, ৭-৬(৩), ৬-৭(৩), ৬-৩ গেমে হারিয়ে তৃতীয় রাউন্ডের টিকিট নিশ্চিত করলেন জার্মান তারকা।কেরিয়ারে প্রথমবার কোনও গ্র্যান্ড স্লামে শীর্ষ বাছাই হিসেবে নেমে এক অনন্য নজির গড়েছেন জেরেভ। ওপেন এরায় তিনিই প্রথম শীর্ষ বাছাই, যাঁর অভিযান শুরু হল পরপর দুটি পাঁচ সেটের ম্যাচ জিতে। প্রথম রাউন্ডে লরেঞ্জো সোনেগোর বিরুদ্ধেও একই লড়াই দিতে হয়েছিল তাঁকে। দুই ম্যাচ মিলিয়ে ইতিমধ্যে প্রায় দশ ঘণ্টা কোর্টে কাটিয়ে ফেলেছেন ২৯ বছরের এই তারকা।বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫২ নম্বরে থাকা হ্যালিস এদিন জেরেভকে যথেষ্ট বেগ দেন। প্রথম সেট সহজে জিতলেও দ্বিতীয় সেটে দুর্দান্তভাবে ফিরে আসেন ফরাসি খেলোয়াড়।

তৃতীয় সেটে ১-৪ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েও টানা তিন গেম জিতে টাইব্রেকারে সেট জেতেন জেরেভ। চতুর্থ সেট টাইব্রেকারে হেরে যান তিনি, ফলে ম্যাচ গড়ায় নির্ণায়ক পঞ্চম সেটে।পঞ্চম সেটে নেটের কাছে নিখুঁত ওভারহেড স্ম্যাশে ৪-২ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে ম্যাচ শেষ করেন জেরেভ। গোটা ম্যাচে হ্যালিসের ৬৩টি আনফোর্সড এরর হারের বড় কারণ, জেরেভের ছিল ৪৯টি।ম্যাচ শেষে কোর্টে জামা খুলে উল্লাস করেন জেরেভ। নিজের সেরা ফর্মে না থাকলেও লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা দেখিয়েছেন তিনি। তৃতীয় রাউন্ডে তাঁর প্রতিপক্ষ ২৫ নম্বর বাছাই আলেজান্দ্রো তাবিলো।

বিপিএল বন্ধ, ঘরোয়া ক্রিকেটে পারিশ্রমিক বাড়ানোর পথে বিসিবি

নয়া জামানা ঃ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ আয়োজনের সম্ভাবনা সম্প্রতি খারিজ করে দিয়েছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি তামিম ইকবাল।প্রতিযোগিতা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তে হতাশ হয়েছিলেন সেদেশের ক্রিকেটারেরা, বিশেষত যাঁরা ঘরোয়া ক্রিকেটের আয়ের উপর নির্ভরশীল। ক্ষতিপূরণ হিসাবে বোর্ডের কাছে ৩০ লক্ষ টাকা করে দাবি করেছিলেন তাঁরা। সরাসরি প্রতিক্রিয়া না জানালেও পূর্বপ্রতিশ্রুতি রক্ষা করে ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্যাচ ফি বাড়িয়ে দিল তামিমের নেতৃত্বাধীন বোর্ড।গত মে মাসে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ম্যাচ ফি ৭৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে এক লক্ষ টাকা করা হয়েছিল। এবার তা বাড়িয়ে করা হচ্ছে দেড় লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ৫০ হাজার টাকা বৃদ্ধি। ঘরোয়া ওয়ানডেতে লিটন দাস, নাজমুল হোসেন শান্তদের ম্যাচ ফি ৫০ হাজার থেকে বেড়ে হচ্ছে ১ লক্ষ টাকা। টি-টোয়েন্টিতে ফি দ্বিগুণ

হয়ে ৪০ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা হচ্ছে।কয়েক দিন আগে ক্রিকেটারদের সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে পারিশ্রমিক দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তামিমের অ্যাডহক কমিটি, যা এবার রক্ষা করা হল। তামিম আগে জানিয়েছিলেন, তাড়াহুড়ো করে অপরিকল্পিতভাবে বিপিএল আয়োজনের কোনও অর্থ নেই। তাঁর হিসাবে, ম্যাচ ফি বৃদ্ধিতে একজন ক্রিকেটার বছরে অতিরিক্ত ৩০-৩৫ লক্ষ টাকা আয় করতে পারবেন। দুবছর পর ফি ফের পর্যালোচনার ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি ক্রিকেটারদের কাছ থেকে বেশি পেশাদারিত্ব আশা করছেন তামিম, এবং অসম্পূর্ণ ফিট থাকা অবস্থায় খেলার অনুমতি চাওয়ার প্রবণতাও বন্ধ করতে চান।মহিলাদের ঘরোয়া ক্রিকেটেও ফি বাড়ানো হয়েছে। প্রথম শ্রেণির ম্যাচ এখন হবে চারদিনের, ফি ২০ হাজার থেকে বেড়ে ৪০ হাজার টাকা। ওয়ানডেতে ২০ থেকে ৩০ হাজার এবং টি-টোয়েন্টিতে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

মোরিনহোর ছোঁয়ায় স্বমহিমায় বেলিংহ্যাম রিয়ালের মাঝমাঠে নতুন ঝড়

নয়া জামানা ঃ চলতি মরসুমে অসাধারণ ছন্দে ফিরেছেন রিয়াল মাদ্রিদের ইংরেজ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহ্যাম। জোড়া গোল আর তিনটি অ্যাসিস্ট নিয়ে দলকে লা লিগায় টানা তিন ম্যাচ জিততে সাহায্য করেছেন তিনি। এই পরিবর্তনের মূল কারণ নতুন কোচ জোসে মোরিনহোর কৌশল।২০২৩-২৪ মরসুমে বার্নাবিউয়ে অভিষেকের বছরেই ২৩ গোল করে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতিয়েছিলেন বেলিংহ্যাম। কিন্তু পরের দুই মরসুমে চোট এবং মাঠে অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক দায়িত্ব পালনের ফলে তাঁর ফর্ম পড়ে যায়। মোরিনহো দায়িত্ব নিয়েই তাঁকে সেই বোঝা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। মালাগা ম্যাচের পর কোচ জানান, আগের মরসুমে বেলিংহ্যাম অনেকটা দ্বিতীয় লেফট-ব্যাকের ভূমিকায় খেলতেন, যা তিনি আর দেখতে চান না।৪-২-৩-১ ছকে এমবাপের ঠিক পেছনে নাম্বার টেন হিসেবে খেলানো

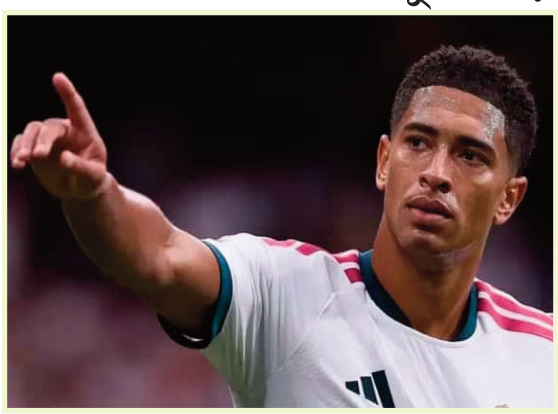

হচ্ছে বেলিংহ্যামকে, যেখানে তিনি অনেকটাই স্বাধীন-কখন নিচে নামবেন বা কখন বক্সে ঢুকবেন, তা নিজেই ঠিক করতে পারেন। ফলে প্রতিপক্ষের গোলের কাছাকাছি থাকার সুযোগ বেড়েছে তাঁর।বিশ্বকাপেও দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন বেলিংহ্যাম,আট ম্যাচে সাত গোল ও একটি অ্যাসিস্ট। টমাস টুখেলের সেই কৌশলকেই অনুসরণ করছেন মোরিনহো। তাঁর মতে বেলিংহ্যাম একজন ব্যতিক্রমী খেলোয়াড়, যিনি ব্যালন ডি'অরের অন্যতম দাবিদারও হতে পারেন।চোট-আঘাতের হতাশা কাটিয়ে এখন পুরোপুরি ফিট বেলিংহ্যাম নিজের ফুটবল উপভোগ করছেন বলে জানিয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরু হলে চাপ বাড়বে ঠিকই, তবে আপাতত মোরিনহোর কৌশলেই মাঝমাঠে দুরন্ত ফর্মে রিয়ালের এই ইংরেজ তারকা।

গিল এখন কোহলি-পুত্র অকায়ের কাকা ভাইরাল ভিডিওয় মজেছে নেটদুনিয়া

নয়া জামানা ঃ এতদিন ক্রিকেটপ্রেমীরা চিনতেন কিং বিরাট কোহলি ও প্রিন্স শুভমান গিলের সম্পর্ক হিসেবে। এবার সেই সম্পর্কে যোগ হল নতুন মাত্রা-কোহলি-পুত্র অকায়ের কাকা হিসেবে পরিচিত হলেন ভারতের টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক শুভমান গিল। এমনকী অকায়ের স্কুলে অভিভাবক হিসেবে যেতেও প্রস্তুত তিনি বলে জানা গিয়েছে একটি ভাইরাল ভিডিও থেকে।বিদুষী মাহেশ্বরী নামে এক ভক্ত, যিনি নিজেকে কিং-প্রিন্স পাগলু বলে পরিচয় দেন, ইনস্টাগ্রামে একটি মজার ভিডিও আপলোড করেন। ভিডিওয় তিনি নিজেকে অকায়ের

স্কুল শিক্ষিকা রূপে উপস্থাপন করে বলেন, অকায়, কাল তোমার অভিভাবকদের স্কুলে নিয়ে আসবে। আরও ভালো হয়, যদি তোমার কাকাকেও সঙ্গে নিয়ে আসো। কোন কাকা বুঝতে পারছ না? শুভমান গিল। এরপর লাজুক হাসি দিয়ে ভিডিওটি শেষ করেন তিনি।সাধারণত এই ধরনের ভিডিওয় গিল নিজে কমেন্ট করেন না। কিন্তু এবার ব্যতিক্রম ঘটে। প্রিন্স কমেন্টে লেখেন, কোহলি ভাই, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আছি। এই একটি কমেন্টই মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়, পায় প্রায় ৩ লক্ষ লাইক। বিদুষীর মূল ভিডিওটির ভিউ ইতিমধ্যেই দেড় কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে, লাভ পড়েছে প্রায় ৬ লক্ষ। থেমে থাকেননি বিদুষীও। গিলের কমেন্টের জবাবে তিনি লেখেন, আগামী সোমবার সকাল ১১টায় আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আর অকায়ের ডায়েরিও সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।